দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দেশের জনগণের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং দুর্যোগ জনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। এ মন্ত্রণালয় প্রথাগত দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে এসে দুর্যোগ পূর্ব ঝুঁকিহ্রাসের সংস্কৃতি এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে। উন্নয়নের সকল দিক বিবেচনায় নিয়ে এ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে মূল স্রোতধারায় আনার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উদ্যোগের সাথে সংগতি রেখে নীতি প্রণয়নে কাজ করছে। দুর্যোগে প্রান হানি ও ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে সক্ষম হওয়ায় বাংলাদেশ এখন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় রোল মডেল হিসাবে সারাবিশ্বে স্বীকৃতি পাচ্ছে। বিগত ১০ বছরে মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নরূপ:

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৫ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা- ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ধ্বংসস্তুপ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা; দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৬; ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা- ২০১১, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রবিধানমালা ও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি'র বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ছাড়াও Revised Standing Orders on Disaster– 2010 ইংরেজি ভাষায় প্রণয়ন এবং সম্প্রতি উহার খসড়া বাংলা ভার্সন প্রণয়ন করা হয়েছে।

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অধিকতর ফলপ্রসুভাবে পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্রভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়েছে। দুর্যগো ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NDMRTI) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

- তৃণমূল পর্যায়ে কার্যকর ও দ্রুততার সাথে সকলের সমন্বয়ে পূর্ব সতর্কীকরণ ও দুর্যোগ সম্পর্কিত তথ্য সকলকে অবহিত করার জন্য ঢাকায় জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (এনডিআরসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া সকল জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্ততা বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। ইতোমধ্যে ৫৬,০০০ জন সিপিপি স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ ও উদ্ধার সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে। তাদের ডাটাবেস তৈরি করা হয়েছে। নগর ঝুঁকিতে সাড়াদানের জন্য প্রায় ৩৫,০০০জন নগর স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করত: ডাটাবেজ তৈরী করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

- আইভিআর (Interactive Voice Response) প্রযুক্তির মাধ্যমে যে কোন মোবাইল হতে ১০৯০ নম্বরে (টোলফ্রি) ডায়াল করে হালনাগাদ দুর্যোগের পূর্বাভাস ও আবহাওয়া বার্তা জানার ব্যবস্থা গ্রহণ

করা হয়েছে। ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি পর্যন্ত ক্ষুদেবার্তার মাধ্যমে সতর্কীকরণ এবং সকলের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত ১১ লক্ষাধিক মায়ানমার নাগরিকের খাদ্য ও আশ্রয়সহ অন্যান্য মানবিক সহায়তা, চিকিৎসা, শিক্ষা, বস্ত্র প্রভৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- বিগত ৩০-৩১ জুলাই, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কনভেনশন আয়োজন করা হয়েছে। কনভেনশনে দেশের গবেষক, পেশাজীবী, সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, ভূক্তভোগি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত থেকে মূল্যবান মতামত প্রদান করেন।

- ডিসেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাস্থ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে "প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা"- শীর্ষক ১ম আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে গৃহীত "ঢাকা ঘোষণা" বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। ১৫-১৭ মে, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে "প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা"- শীর্ষক ২য় আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়। এতে বাংলাদেশসহ ২২টি দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে ২য় "ঢাকা ঘোষণা" গৃহীত হয়। UNOCHA এর উদ্যোগে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত সিভিল -মিলিটারী কো-অর্ডিনেশন বিষয়ক আঞ্চলিক সম্মেলনে বাংলাদেশ সভাপতিত্ব করে। পরবর্তী সম্মেলন বাংলাদেশে ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত হবে।

- ২০১৭ সালে হাওরে সংঘটিত আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ২,৮০,০০০ হাজার পরিবারকে প্রতি মাসে ৩০কেজি করে চাউল ও নগদ ৫০০ টাকা হারে পরবর্তী ফসল না উঠা পর্যন্ত (৯ মাস) সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- অতি দরিদ্রদের কর্মসূচির আওতায় গত ১০ বছরে প্রায় ৫০.০০ লক্ষ হতদরিদ্র গ্রামীণ বেকার শ্রমিকের জন্য চল্লিশ দিনের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যার এক তৃতীয়াংশ মহিলা ।

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গ্রামীন অবকাঠামো (রাস্তাঘাট) সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত ৩৬৩৯৬৩.৫৮৭৭ মে. টন খাদ্যশস্য এবং ৪৭৬০,৩৩,১৬,৯৭৬.৭০ (চার হাজার সাতশত ষাট কোটি তেত্রিশ লক্ষ ষোল হাজার নয়শত ছিয়াত্তর দশমিক সত্তর) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে গ্রাম পর্যায়ে হত দরিদ্রদের বসতবাড়িতে ২১৫৬৫৯ (দুই লক্ষ পনের হাজার ছয়শত উনষাট) টি সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। গ্রামীন রাস্তাঘাট হাট বাজারে ৩১৫৬২ (একত্রিশ হাজার পাঁচশত বাষট্টি) টি সোলার স্ট্রীট লাইট স্থাপন করা হয়েছে, ১৯০০ (এক হাজার নয়শত)টি উন্নত চুলা স্থাপন করা হয়েছে ও ০৯টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি বন্যাকবলিত এলাকায় ৬০২৮ (ছয় হাজার আটাশ) টি বসত ভিটা উঁচু করা হয়েছে।

- গ্রামীণ রাস্তায় কম-বেশী ১৫মিটার দৈর্ঘ্যের সেতু/কালভার্ট প্রকল্পের মাধ্যমে ৮৫৩.৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০৪৪৫টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। আরও ২৩৩৩টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণাধীন রয়েছে। অধিকন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গ্রামীণ রাস্তায় ১২মিটার দৈর্ঘ্যের সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যেমে ১৩৩.৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৬৮টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও

গ্রামীণ রাস্তায় (সমতল) ১২ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১০৮৩.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৯২৫টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে ।

- উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ ১৩টি জেলার ৬০টি উপজেলায় ২০১১ সাল হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সময়ে ১৯৯ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০০ টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। ২য় পর্যায় ৫৩৩.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২২০ টি বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন আছে। বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের (২য় পর্যায়) আওতায় ৪৩টি জেলার ১৫৪টি উপজেলায় ১৬৫.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫৬টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। ৩য় পর্যায়ে বর্তমানে ১৫০৭.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও ৪২৩ বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ দরপত্র আহ্বান পর্যায়ে রয়েছে।

- ভূমিকম্পে ও অন্যান্য দুর্যোগে জনগণকে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমের লক্ষ্যে ২৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে অনুসন্ধান ও উদ্ধার যন্ত্রপাতি ক্রয় করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ছাড়া ৪টি রাফ একওয়াটিক সি সার্চ বোট ও ১২ টি স্মল মেরিন রেসকিউ বোট সংগ্রহ করে উপকূলবর্তী জেলাসমূহে সরবরাহ করা হয়েছে। উপকূলীয় ১২টি জেলার ৩৫টি উপজেলায় ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য মেগাফোন সাউরেন বসানো হয়েছে; ১৩টি জেলায় এবং মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে স্যাটেলাইট ফোন দেওয়া হয়েছে (যা সাধারন টেলিফোনের টাওয়ার বিধ্বস্ত হলেও কার্যকর থাকবে) ।

- Strengthening of the Ministry of Disaster Management and Relief (MoDMR) Program Administration প্রকল্পের আওতায় ২৫৯৯.১০ হাজার টাকা ব্যয়ে মানবিক সহায়তা কর্মসূচিসমূহ ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে নির্ভুল, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

- প্রায় ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে উপকূলীয় এলাকায় জনগণের সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ৩০টি ট্রাক মাউন্টেড স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সংগ্রহ করা হয়েছে যা যেকোন স্থানে নিয়ে গিয়ে পুকুর/নদী/লবনাক্ত জলাধারের পানি স্বল্প খরচে পরিশোধন করতে পারে। এ ছাড়া ২২টি স্থায়ী ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে।

- আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-২০২০ মেয়াদে ১২৫.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে Emergencey Response Co-ordination Centre (ERCC) স্থাপন ও National Disaster Management Reasearch and Training Institute (NDMRTI) আধুনিকায়ন করা হচ্ছে।

- গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ প্রকল্পের আওতায় ১২৩৮.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩১৪৫.৫০ কিলোমিটার এইচবিবি রাস্তা নির্মাণের প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৬৪টি জেলার ৪৮৮টি উপজেলায় ৫৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০৭৮ কিলোমিটার রাস্তা হেরিং বোন বন্ড করণ করা হয়। আরও ১০৬৭.৫০ কিলোমিটার এইচবিবি রাস্তা নির্মাণের কাজ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সম্পন্ন হবে।

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এবং United States Army Pacific Command এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের সরকারি বেসরকারি সংস্থাসমূহ ও বিশ্বের বিভিন্ন বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহ হতে দুর্যোগ মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের নিয়ে বিগত ১০ বছরে ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগের ওপর "Disaster Response Exercise and Exchange (DREE)" শীর্ষক মহড়া আয়োজন করা হয়ে আসছে;

- বজ্রপাতে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে সারাদেশে সম্প্রতি ৩১ লক্ষাধিক তাল বীজ রোপন করা হয়েছে। আরও বীজ রোপন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

- নভেম্বর ২০১৬ ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে 'Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR)-এর দিল্লী ঘোষণাপত্রে "ঢাকা ঘোষণা"র কয়েকটি সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে;

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ এবং দুর্যোগ বিজ্ঞান ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থীগণ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে সমাপ্ত ও চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ইন্টার্নশীপ পরিচালনা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- ২০১৬ সনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবনী মেলা আয়োজন করে প্রত্যেক জেলার দুর্যোগসমূহের প্রকতি ও ধরণ অনুয়ায়ী দুর্যোগতথ্য, প্রামাণ্যচিত্র, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যসহ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিসংখ্যান প্রদর্শন করা হয়;

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে এর অধীনে ৩য় শ্রেণী হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন ধাপে ৪৩টি পাঠ্যপুস্তকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- বড় ধরনের দুর্যোগে সাড়াদান সহজীকরণের লক্ষ্যে সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে "SAARC Agreement on Rapid Response to Natural Disaster"– শীর্ষক চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। এ চুক্তির আওতায় সার্কভুক্ত কোন দেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হলে সহজেই প্রতিবেশী সদস্য রাষ্ট্রের সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে।

- ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে থাকা দেশের ১৬ জেলা শহরের ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ছাড়াও সম্ভাব্য ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকল্পে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য ভূমিকম্প কন্টিজেন্সি প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছে।

- সম্প্রতি নেপালে সংঘটিত ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মানবিক সহায়তাকল্পে দু'বারে ২০ হাজার মেট্রিক টন চাউল প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৭ সালে শ্রীলংকায় সংঘটিত বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে মানবিক সহায়তা বাবদ খাদ্য, ঔষধ ও বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণ করা হয়েছে।

- দুর্যোগ পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতির তথ্য অনলাইনে সংগ্রহের জন্য Damage and Need Assessment (DNA) সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক ৮টি বড় ধরণের আপদ (Hazard) এর ঝুঁকি নিরূপণ রিপোর্ট ও ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে।